



283715 - যবে ব্যক্তনিভিত্তে থাকলে গুনাতে লপিত হয় এবং এর থেকে মুক্তি চায়

প্রশ্ন

আমি আশা করছি, আপনারা আমাকে আল্লাহর শাস্তি ও গজব থেকে রক্ষা করবেন। আমি মুসলিমি, ইসলামী পরবিশে ও সচরতির উপর বড় হয়েছি। অন্যদরে চোখে আমি এখনও তমেন। কিন্তু, হায়রে আমার মুসবিত! নিজেকে কন্ট্রোল করার ক্ষত্রে আমি খুব দুর্বল। অন্যদরে অগোচরে মোবাইলে পরনোগ্রাফি, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখি। আমি জানি আল্লাহ আমাকে দেখেন। কিন্তু প্রতবিরই আমি এ অশ্লীল কাজে লপিত হই। শুধু দেখা নয়; বরং হস্তমথুনে লপিত হই। আমি বিবাহিত এবং আমার সন্তান আছে। আমি জানি যে, আমি যা করছি সটো পশুদরে কাজ। আমি জানি যে, এ কাজ আমার নকে আমলগুলিকে ক্ষতগ্রিস্ত করছে; বরং সমূলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি নামায় পড়ি ও তওবা করি। একদিন বা দুইদিন সবর করি। পুনরায় এতে লপিত হই। এসব দৃশ্য ও ভিডিও দেখা এবং কুকামে লপিত হওয়ার জন্য নিজেরে ভেতরে তীব্রভাবে অদ্ভুত তাড়না অনুভব করি। আমি জানি না— আমিকী করব? আমি জানি যে, আমার প্রভু যদি আমার মৃত্যু দনে তাহলে আমি জাহান্নামে প্রবশে করব। কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আপনাদরে প্রতরিহম করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সম্মানতি ভাই, আপনি পাপে লপিত হয়ে এবং বারবার এর পুনরাবৃত্তি করে যে মানসিক যন্ত্রণায় আছেন তা আমরা অনুধাবন করছি। এটি ইতিবাচক আলামত যে, আপনার অন্তরে একটি অংশ অসুস্থ হলেও অপর একটি সুস্থ ও নিরাপদ অংশ রয়েছে।

এ রোগেরে মূলোৎপাটন করতে হলে— যা কিছু আপনাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে সে সবেরে প্রবশেদ্বার রুদ্ধ করে দিতে হবে, যা কিছু আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেয় সেগুলোর ফটক বন্ধ করে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজদেরে প্রতবিচার করে— আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গনোহ ক্షমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্షমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আর আল্লাহ যার হত্যা নিষেধে করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তিভোগ করবে। কয়ামতেরে দিন তার শাস্তি বর্ধতিভাবে



প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ তাদরে গুনাহসমূহ নকে দ্বারা পরবির্তন করে দবেনে। আর আল্লাহ ক্షমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৬৮-৭১]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) "আল-জাওয়াব আল-কাফী" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৬৫) বলেন: ন্যায্যতা ও অনুগ্রহ নরিভর আল্লাহ তাআলার হকেমত হচ্ছে যে, "গুনাহ থেকে তাওবাকারী যনে ঐ ব্যক্তরি ন্যায় যার গুনাহ নহে"।

যে ব্যক্তি শরিক, হত্যা ও ব্যভচিররে গুনাহ থেকে তওবা করবে আল্লাহ তাকে এ নশিচয়তা দয়িচ্ছেনে যে, তনি তার গুনাহগুলোকে নকৌতে পরণিত করে দবিনে। এ বধিানটি সব ধরণরে গুনাহ থেকে তওবাকারীর ক্షত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নজিদে প্রতাবচির করছে— আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নরাশ হয়তো না; নশিচয় আল্লাহ সমস্ত গনোহ ক্షমা করে দবেনে। নশিচয় তনি ক্షমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

অতএব, এ আম বধিান থেকে কোন একটি গুনাহও বাদ পড়বে না। কনিতু এটি তাওবাকারীদের জন্য খাস।[সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবাবে মুতাকীদের গুণ বরণনা করছেনে যে, তারা যদি কোন কবরি গুনাহ করে ফলে কথিবা সগরি গুনাহতে লপিত হওয়ার মাধ্যমে নজিদে উপর অবচির করে ফলে তখনই তারা আল-আযযি (পরাক্রমশালী) আল-গাফফার (ক্షমাশীল) কে স্মরণ করে এবং কৃত গুনাহর জন্য ক্షমাপ্রার্থনা করে। সে গুনাহর উপর কায়মে থাকে না এবং অবাধ্যতায় অব্যাহত থাকে না।

তনি আরও বলেন:

"তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্షমা ও সেই জান্নাত লাভরে চেষ্টা কর যার বশিালতা আসমান ও জমনিরে মত। মোতাকীদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়ছে; যারা সুদনি ও দুর্দনি (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষরে প্রতিক্ষমাশীল। আল্লাহ মুহসনিদেরকে ভালবাসনে। এবং যারা কোন অশলীল কাজ করে ফলে কথিবা নজিদে প্রতজিলুম করে ফলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নজিদে পাপরে জন্য ক্షমা চায়। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্షমা করবে কে? আর তারা যা করে ফলে, জনে-বুঝে তারা তা পুনঃপুনঃ করতে থাকে না। এমন লোকদের প্রতদিন হচ্ছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্షমা আর এমনসব জান্নাত যার তলদশে দয়িে নদী প্রবাহতি হয়। সেখানে তারা চরিকাল বাস করবে। সৎকর্মশীলদের এই প্রতদিন কতই না উত্তম!"[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৬]

পুনঃপুনঃ গুনাহকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: গুনাহতে লপিত হওয়া এবং তওবা ও ক্షমাপ্রার্থনা ব্যতিরেকে পুনঃপুনঃ গুনাহ করতে থাকা।



আর যবে ব্যক্তি গুনাহ করল। এরপর অন্তর থেকে শুদ্ধভাবে তওবা করল। আবার দুর্বলতায় পড়ে পুনরায় গুনাহ করল। তারপর আবার শুদ্ধভাবে তওবা করল। যার অবস্থাটি এমন—গুনাহ ও অবাধ্যতা এবং তওবা, অনুশোচনা ও রহমি রাহমানের দিকে ফিরে আসার মাঝে; সে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহর ক্বমার আওতাধীন। আশা করা যায় আল্লাহ্ তার স্বলনকে মাফ করে দবিনে, তার গুনাহ ক্বমা করে দবিনে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি, তনি বলেন: "এক বান্দা গুনাহ করল। তারপর সে বলল: হে আমার রব্ব! আমি তো গুনাহ করে ফলেছি; আমাকে ক্বমা করে দনি। তখন তার রব্ব বলল: আমার বান্দা কি একথা জনেছে যে, তার একজন রব্ব রয়েছে; যনি গুনাহ মাফ করেন ও গুনাহর কারণে শাস্তি দনে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দলিাম। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুকাল কটে যায়। এরপর সে আবার আরকেটি গুনাহ করে। তনি বলেন, তখন সে বলল: ও আমার প্রভু! আমি তো আরকেটি গুনাহ করে ফলেছি; আমাকে মাফ করে দনি। তখন আল্লাহ্ বলল: আমার বান্দা কি জনেছে যে, তার একজন রব্ব আছেন; যনি গুনাহ মাফ করেন ও গুনাহর কারণে শাস্তি দনে? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দলিাম (তনিবার); সে যা ইচ্ছা তা করুক।" [সহিহ বুখারী (৭৫০৭) ও সহিহ মুসলিম (২৭৫৮)]

ইমাম নববী 'শারহে সাহিহ মুসলিম' গ্রন্থে (১৭/৭৫) বলেন:

যদি কোন গুনাহ পুনঃপুনঃ শতবার করা হয় কথিবা হাজার বার করা হয় কথিবা এরচেয়েও বেশিবার করা হয় এবং প্রত্যেকেবার গুনাহ থেকে তওবা করে তার তওবা কবুল করা হবে এবং তার গুনাহ মাফ হবে। আর যদি সকল গুনাহর পর একবার তওবা করে তাহলেও তার তওবা সহিহ হবে।

যে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ গুনাহে লিপ্ত হয় তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তুমি যা ইচ্ছা তা কর আমি তোমাকে মাফ করে দলিাম" এ কথা অর্থ হচ্ছ- যহেতে তুমি গুনাহ করে তওবা করছে অতএব আমি তোমাকে মাফ করে দলিাম।

সুতরাং প্রত্যেকে গুনাহর শেষে আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকুন। তওবার ক্বতেরে বিশ্বস্ত হোন, অনুতপ্ত হোন, কৃত গুনাহর জন্য মরমজ্বালা অনুভব করুন। আর কখনও গুনাহ না করার সংকল্প করুন। এরপর তওবাকে পরিপূর্ণ করার জন্য নমিনোক্ত পদক্বপে গ্রহণ করুন:

যে রাস্তাগুলো আপনাকে গুনাহের দিকে ধাবতি করে সে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। তা এভাবে যে, একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মাঝে থাকা, আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে থাকা। যদি আপনি আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তাহলে আপনার স্ত্রীকে সাথে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকবেন না। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবতির রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পবতির রাখুন। আর যদি আপনি আপনার পরিবারের কাছেই থাকেন এবং তাদের সাথে বসবাস করেন তাহলে আপনি তাদের থেকে দূরে যাবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন। তার মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করুন। যখনই আপনার অন্তরে দেখার খায়শে জাগবে কথিবা কোন কিছু আপনার নিজের পড়ে



যাবতে তখনই আপন শিয়তানকে হারামরে দকি আপনাকে নিয়ে যতে দবিনে না। বরং আপন দরৌ না করে হালালকে গ্রহণ করুন।

সদা-সর্বদা দুনিয়া ও আখিরাতরে কল্যাণকর কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। কারণ অবসর সময় মানুষেরে নষ্টরে কারণ। এমন নষ্ট যার কোন সীমা নহে।

মোবাইল থেকে ইন্টারনেটে সংযোগ চূড়ান্তভাবে বন্ধিনি করা; হতে পারে আপনার মোবাইল স্টেটা পরবিত্তন করাই আপনার জন্য বেশি ভাল হবে। এমন মোবাইল স্টে ব্যবহার করবনে সে স্টেটে ইন্টারনেটে ব্যবহার করা যায় না। অন্তরে ঈমান, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর হিসাব গ্রহণরে কাঠনিয়, আল্লাহ আপনাকে দেখেছে ও আপনাকে মনটির করছে এ অনুভূতগুলি মযবুত করা। কুরআন তলোওয়াত, নফল নামায ও তাহাজ্জুদ নামায পড়া বাড়ানো।

হদোয়তেরে উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। সবচেয়ে উপকারী দোয়া হচ্ছে **اهدنا الصراط المستقيم** অর্থ- "আমাদেরকে সরল পথ দেখোন"।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনার হদোয়তেরে প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই তাঁর সন্তুষ্টী ও রজোমন্দরি তাওফিকদাতা।